তারিখ ... 16 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ... ২ ...

যুগান্তর

মনিরামপুরের ঢাকুরিয়া কিন্ডারগার্টেন স্কুল ভবন কাঁটা দিয়ে ঘিরে দেয়ায় শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ যুগান্তর

বাঁশের বেড়া দিয়ে স্কুল ভবন দখল

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি

মনিরামপুরে একটি বিদ্যালয় ভবন কাঁটা ও বাঁশের বেড়া দিয়ে চার দিন যাবৎ ঘিরে রেখেছে সন্ত্রাসীরা। এতে ওই বিদ্যালয়ের দুই শতাধিক কোমলমতি শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষকসহ অভিভাবকরা অজানা আশংকায় রয়েছেন। সরেজমিন জানা যায়, উপজেলার ঢাকুরিয়া কিন্ডারগার্টেন স্কুল ভবন ও জমি দখল করে কাঁটা ও বাঁশের বেড়া দিয়ে চারদিন ঘিরে রেখেছে সন্ত্রাসীরা। ওই বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে। এতে করে শিক্ষা বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি মানষিকভাবে ভেঙে পড়েছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। বিদ্যালয়টি ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ২০০৯ সালে ক্রয়কৃত ১৫ শতক জমির ওপর ২০১৩ সালে ভবন নির্মাণ করে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে নার্সারি হতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি ওই জমির মালিকানা দাবি করে স্থানীয় ব্রহ্মপুর গ্রামের বলয় মণ্ডল ও বিমল মণ্ডল আদালতে একটি মামলা করেন। ওই মামলায় নিম্ন আদালতে স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুকূলে রায় হলে তারা পুনরায় উচ্চ আদালতে আপিল করেন। সেখানেও একই রায় বহাল থাকে। পরে তারা হাইকোর্ট একটি আপিল করে যা এখনও বিচারাধীন রয়েছে। এদিকে ওই স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে শনিবার স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান দুর্গাপদ সিংহ, ইউনিয়ন আ'লীগ সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান এরশাদ আলী, সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম সাজ্জাদসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে স্কুল প্রাঙ্গণে শান্তিপূর্ণ বৈঠক চলছিল। এ সময় পূর্ব পরিকল্পিতভাবে আহাদ আলীর নেতৃত্বে একদল বহিরাগত সন্ত্রাসী জোরপূর্বক স্কুলটিতে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং গোটা স্কুল ক্যাম্পাস কাঁটা ও বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেয়। এ সময় সন্ত্রাসীরা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হাদীউজ্জামানকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। স্থানীয়রা ইউপি চেয়ারম্যান দুর্গাপদ সিংহ জানান, ওই গ্রামের মৃত রামপদ মণ্ডলের ওয়ারেশ রাধু দাসী ওরফে বুচিসহ তার চার কন্যা ওই জমির প্রকৃত মালিক বলে আমরা জেনে আসছি, নিম্ন আদালতও সেই রায় দেন। পরে বলয় মণ্ডল ও বিমল মণ্ডল নামের দুই ব্যক্তি ওই জমির মালিকানা দাবি করে হাইকোর্টে আপিল করেছেন বলে শুনেছি। যা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হাদীউজ্জামান জানান, 'অনেক কষ্ট করে প্রতিষ্ঠানটি দাঁড় করিয়েছি। হঠাৎ সন্ত্রাসীরা আমাকে লাঞ্ছিত করে স্কুলটি দখল করে নিয়েছে। এব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি। কিন্তু কোনো প্রতিকার পাইনি।' মণিরামপুর থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান 'স্কুলের অধ্যক্ষ হাদীউজ্জামানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত ১৪৪ ধারা জারি করেছে।